দৈনিক ইত্তেফাক

২৬/১০/২০০১

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ..৪.. কলাম...৬.....

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

গত জুলাই মাসে প্রকাশিত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ১-৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। ন্যূনতম যোগ্যতা মাষ্টার্স অথবা স্নাতক ডিগ্রীধারীদের-বিএড চাওয়া হয়। আমরা যাহারা ১৯৯৭ সালের মাষ্টার্স (অনুষ্ঠিত ২০০০) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছি তাহাদের অনেকেরই ফলাফল ১-৮-২০০১ তারিখের আগে বাহির না হওয়ায় অবতীর্ণ সার্টিফিকেট দিয়া আবেদন করি। আর যাহাদের ফলাফল বাহির হইয়াছে, তাহারা মাষ্টার্স পাসের সাময়িক সনদ দিয়া আবেদন করে এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র ইতিমধ্যে অনেকেই পাইয়া গিয়াছে। গত ৩০-৯-২০০১ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অঞ্চল, ঢাকা-এর চামেলীবাগস্থ অফিসে যোগাযোগ করিয়া জানা গেল যে, মাষ্টার্স অবতীর্ণ সার্টিফিকেট দিয়া আবেদন যাহারা করিয়াছে, তাহাদের ইন্টারভিউ কার্ড প্রেরণ করা হইবে না, উপরন্তু, তাহাদের আবেদন বাতির বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা বিসিএসসহ আরও অনেক পরীক্ষায় তো অবতীর্ণ সার্টিফিকেট দিয়াই অংশগ্রহণ করিয়াছি। একসাথে মাষ্টার্স পরীক্ষা দিয়া, কোন বিভাগের ফলাফল বিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করায় কেন আমরা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইব? আর প্রশ্ন হইতেছে, অবতীর্ণ সার্টিফিকেট-এর জন্য আবেদনপত্র যদি বাতিল বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে ব্যাংক ড্রাফট-এর টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে কিনা? পরিশেষে ইতিমধ্যেই ১৯৯৭ সালের মাষ্টার্স পরীক্ষার সকল বিভাগের ফলাফল বাহির হইয়াছে। আর তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমরা যাহারা অবতীর্ণ সার্টিফিকেট দিয়া আবেদন করিয়াছি, তাহাদের সবার নামেই ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হউক।

ভাস্কর সিকদার,
প্রঃ মানিক জুয়েলার্স,
১৫৩, ফার্ম ভিউ সুপার মার্কেট, (দ্বিতীয়তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।